[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

বাড়ির পাশে থাকা একটি আমবাগানের অর্ধেকও শামীম কিনে নিয়েছেন বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। কোমরপুর গ্রামে প্রথম হার্ডওয়্যারের ব্যবসা শুরু করার সময় প্রায় দুই কোটি টাকার মালামাল তুলেছিলেন বলেও দাবি করেন স্থানীয়রা। এরপর অল্প সময়ের মধ্যে শুধু কোমরপুর গ্রামেই প্রায় ২৫ বিঘা জমি কিনেছেন বলে এলাকাবাসীর দাবি।

এ ছাড়া সাহেবপুর গ্রামে শ্বশুর ও স্ত্রীর নামে বিপুল পরিমাণ জমি কেনার অভিযোগও পাওয়া গেছে। তবে এ অভিযোগের বিষয়টি এখনো সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বিপুল অর্থের মালিক হওয়ার পর শামীম টাকার প্রভাবে এলাকায় মাদক ব্যবসা ও নারী কেলেঙ্কারিতেও জড়িয়ে পড়েছেন। নিরাপত্তাজনিত কারণে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কোমরপুর গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা জানান, কিছুদিন আগে শামীমের একটি অনলাইন জুয়া চ্যানেলের এক পার্টনারকে অস্ত্র মামলায় ফাঁসিয়ে তার টাকা ও চ্যানেল আত্মসাৎ করার অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, শামীমকে গ্রেপ্তারে মেহেরপুরে তিনবার অভিযান পরিচালনা করেছিল ঢাকার অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

গাংনীতে অনলাইন জুয়ার এজেন্টসহ আটক ২

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় অনলাইন জুয়ার এক এজেন্টসহ দুজনকে আটক করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২)। এ সময় তাদের কাছ থেকে অনলাইন জুয়ায় ব্যবহৃত তিনটি স্মার্টফোন, পাঁচটি সিমকার্ড ও নগদ ১০ হাজার ২৮০ টাকা জব্দ করা হয়েছে।

শুক্রবার (১৪ আগস্ট) রাত ১টা ১০ মিনিটের দিকে উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের রুয়েরকান্দি পশ্চিমপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটকরা হলেন রুয়েরকান্দি গ্রামের মৃত রবিউল ইসলামের ছেলে আনোয়ার

হোসেন এবং একই এলাকার বাবুল হোসেনের ছেলে হাসান আলী।

র্যাবের লিখিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় কয়েকজন ব্যক্তি স্মার্টফোন ব্যবহার করে অনলাইন জুয়া পরিচালনা করে আসছেন। বিভিন্ন অনলাইন জুয়ার প্ল্যাটফর্মে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা ধরনের লোভ ও রেফারেল জুয়ার লিংকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে জুয়ায় অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করছে।

এ তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব সেখানে অভিযান চালায়। অভিযানে আনোয়ার হোসেন ও হাসান আলীকে আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে জুয়ার কাজে ব্যবহৃত তিনটি স্মার্টফোন, পাঁচটি সিমকার্ড এবং নগদ ১০ হাজার ২৮০ টাকা জব্দ করা হয়।

র্যাব-১২ এর সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ্ত সরকার বলেন, আটকদের বিরুদ্ধে জুয়া প্রতিরোধ আইন, ২০২৬-এর ১৬, ১৭, ১৯(১) ও ২৫ ধারায় মামলা করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদেরকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

অন্যতম শীর্ষ অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্ট লিপুর বাগানবাড়িতে ডিবির অভিযান

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুরে অন্যতম শীর্ষ অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্ট মুর্শিদ আলম লিপুর বাগানবাড়িতে অভিযান চালিয়েছে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)।

এ সময় দুইটি ল্যাপটপ, একটি ফোন, একটি ট্যাব, অনলাইন জুয়ার আর্থিক লেনদেনের প্রধান অ্যাপ রেডি অ্যাপসের ‘রেডি পে মাস্টারকার্ড’, বিপুল ব্যাংকের ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডসহ তিনটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

অনলাইন ক্যাসিনোর এজেন্ট ওয়াসিম হালদার গ্রেপ্তার

অনলাইন ক্যাসিনো প্ল্যাটফর্মের এজেন্ট হিসেবে পরিচিত ওয়াসিম হালদারকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। সাইবার সুরক্ষা আইনের একটি মামলার পলাতক আসামি হিসেবে তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন ডিবির ওসি প্রদীপ কুমার সানা।

বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ডিবি পুলিশের একটি দল মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের একটি দোকানে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। পরে তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি সূত্র জানা গেছে, ওয়াসিম হালদার মুজিবনগর থানায় দায়ের হওয়া সাইবার সুরক্ষা আইনের একটি মামলার এজাহারভুক্ত পলাতক আসামি। মামলাটি বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। তাকে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে আদালতে পাঠানো হবে।

এর আগে অনুসন্ধানে উঠে এসেছিল, ওয়াসিম হালদার বাংলাদেশের প্রথমদিকের (1xBet) অনলাইন ক্যাসিনোর এজেন্টদের একজন হিসেবে কাজ করতেন। অনুসন্ধানে আরও জানা গিয়েছিল, তিনি শুধু বাংলাদেশেই নয়, ভারতেও ক্যাসিনোর এজেন্ট নেটওয়ার্ক পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

ডিবির ওসি প্রদীপ কুমার সানা বলেন, আদালতে বিচারাধীন মুজিবনগর থানার সাইবার সুরক্ষা আইনের মামলায় পলাতক আসামি হিসেবে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোন ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। সেখানে অনলাইন জুয়া বা অন্য কোনো সাইবার অপরাধের তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে নতুন করে সাইবার আইনে মামলা করা হবে। অন্যথায় তাকে পূর্বের মামলায় আদালতে সোপর্দ করা হবে।

দুই সপ্তাহে গ্রেপ্তার ১০ অনলাইন জুয়ার এজেন্ট-জুয়াড়ী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব এলাকা থেকে আল সাহাব (২২) নামের আরও এক অনলাইন জুয়াড়িকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি পুলিশ। এনিয়ে দুই সপ্তাহে মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থান থেকে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট-জুয়া খেলার সাথে জড়িত ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশের অব্যহত অভিযান অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতদের মধ্যে গ্রেপ্তার আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশের প্রেস রিলিজ থেকে জানা গেছে, গত বুধবার (২০ মে) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে মেহেরপুর গাংনী থানাধীন গাড়াডোব এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ডিবির একটি চৌকস টিম তাকে গ্রেফতার করে। সাংবাদিকদের প্রেস রিলিজের মাধ্যমে তার গ্রেপ্তারের তথ্য নিশ্চিত করেন। আল সাহাব গাড়াডোব পুকুরপাড়ার বাসিন্দা। এ সময় তার হেফাজত থেকে একটি স্যামসাং গ্যালাক্সি এ-৫৪ ফাইভ-জি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, গত শুক্রবার ও রবিবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবির ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর ও গাংনী থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে অনলাইন জুয়া খেলা ও পরিচালনার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে মেহেরপুর ডিবি পুলিশ। এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানায় সাইবার সুরক্ষা আইন-২০২৬ এর আওতায় পৃথক দুটি মামলা রুজু হয়।

সেই মামলায় গ্রেপ্তারকৃতদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার বিকেলে গাড়াডোব এলাকায় অভিযান চালিয়ে আল সাহাবকে একটি স্যামসাং গ্যালাক্সি এ-৫৪ ফাইভ-জি মোবাইল ফোনসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

ডিবির ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ প্রেস রিলিজে জানান, সাহাবের মোবাইল ফোন প্রাথমিকভাবে বিশ্লেষণ করে অনলাইন জুয়ার চ্যানেলে লেনদেনসহ মালয়েশিয়ার মুদ্রায় বেআইনি ই-লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। এছাড়া তার মুঠোফোনে থাকা চারটি ই-মেইলে ১৩টি অনলাইন জুয়ার

আইডির তথ্যও পাওয়া গেছে। গ্রেফতারকৃত সাহাবকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

অনলাইন জুয়াড়িদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে, পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৮ মে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে পুলিশ অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট আক্তারুজ্জামান ফিলসনকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে সাইবার সুরক্ষা আইনের দুটি মামলা এবং একটি রাজনৈতিক মামলা রয়েছে।

১২ মে মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর থেকে মাসুদ রানাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার হওয়া মাসুদ রানা মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মনোয়ার হোসেন ও উলফতুন্নেছা দম্পতির ছেলে। অভিযানের সময় তার কাছ থেকে একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।

১৮ মে মেহেরপুর শহরের চাঁদবিল ঈদগাহপাড়া এলাকার বাসিন্দা সুয়াইব আহম্মেদ সৌমিক (২৫) কে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। তার কাছ থেকে একটি আইফোন ১৬ প্রো ম্যাক্স জব্দ করা হয়েছে।

৭ ও ৮ মে মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে রোহান আলী ওরফে রাকেশ (২০), মৃত শহিদুল ইসলামের ছেলে অনলাইন জুয়াড়ি ফয়সাল আহমেদ (২৮) এবং সদর উপজেলার কামদেবপুর গ্রামের মোখলেসুর রহমানের ছেলে রনি মিয়া (২৭)-কে।

ডিবি জানায়, গ্রেপ্তারের সময় আসামিদের কাছ থেকে তিনটি স্মার্টফোন, কয়েকটি সিমকার্ড এবং প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত নগদ ১৭ হাজার ৪৪০ টাকা জব্দ করা হয়।

১৬ মে মেহেরপুরে অনলাইন জুয়া ও অবৈধ ই-ট্রানজেকশন চক্রের বিরুদ্ধে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) চলমান অভিযানে রাফসান জনি রিপন (৩২) নামে এক কথিত জুয়ার এজেন্টসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে রাতভর পৃথক অভিযানে তাদের আটক করা হয়। জব্দ করা হয়েছে একাধিক স্মার্টফোন। এসব ফোনে অনলাইন জুয়ার একাধিক অ্যাকাউন্ট,

ই-মেইল আইডি ও অবৈধ ডলার লেনদেনের তথ্য পাওয়ার দাবি করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার হওয়া অন্যরা হলেন ফাহাদ হাসান জুনায়েদ (১৯), বায়েজিদ ডালিম (৩০) ও রকিবুল ইসলাম (৩৫)।

১৫ মে রাতভর মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান পরিচালনা করা হয়। সম্প্রতি অনলাইন জুয়া ও অবৈধ ই-ট্রানজেকশন চক্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় অবস্থানে থাকা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর সরাসরি তদারকিতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানগুলো পরিচালিত হয়।

প্রথমে সদর উপজেলার চাঁদবিল এলাকায় অভিযান চালিয়ে বায়েজিদ ডালিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে একটি স্যামসাং গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড-৫ মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। ফোনটি প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করে Binance অ্যাপের মাধ্যমে অবৈধ ডলার কেনাবেচা এবং অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে কাজ করার তথ্য পাওয়া যায় বলে জানিয়েছে পুলিশ। একই সঙ্গে ফোনে অনলাইন জুয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত চারটি ই-মেইল ঠিকানার তথ্যও পাওয়া গেছে।

পরে বায়েজিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে রকিবুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে একটি ওপো স্মার্টফোন ও একটি ভিভো ওয়াই-০৩টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। ফোন দুটি যাচাই করে অনলাইন জুয়া খেলা এবং Binance এর মাধ্যমে অবৈধ ডলার লেনদেনের তথ্য মিলেছে বলে দাবি ডিবির।

এদিকে ডিবির আরেকটি দল সদর উপজেলার গাড়াডোব এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাফসান জনি রিপনকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তার কাছ থেকে একটি রেডমি নোট ১৪ প্রো মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। ফোনটি প্রাথমিক যাচাই-বাছাই করে ৩৭টি ই-মেইল আইডি এবং ২৯টি অনলাইন জুয়ার অ্যাকাউন্টের তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পরবর্তীতে রাফসান জনির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমঝুপি এলাকা থেকে ফাহাদ হাসান জুনায়েদকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে একটি ওপো এ-৩৮ মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। ফোনটি পরীক্ষা করে সাতটি ই-মেইল আইডিসহ অনলাইন জুয়া-সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট অ্যাকাউন্টের তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে ডিবি।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তারকৃতরা নিজেদের ও অন্যের নামে

নিবন্ধিত সিম ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইন জুয়া পরিচালনা, জুয়ায় অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়াই মোবাইল ব্যাংকিং ও Binance অ্যাপ ব্যবহার করে অবৈধ ই-ট্রানজেকশন করার কথা স্বীকার করেছেন বলে দাবি পুলিশের।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায় অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এমন বক্তব্যর পর থেকে নড়েচড়ে বসে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।

ঝিনাইদহ-৪ আসনের একটি কেন্দ্রের ২ এজেন্টের স্বাক্ষরিত ২৩টি রেজাল্ট শীট জব্দ, প্রিজাইডিং অফিসার বদল

ঝিনাইদহ-৪ আসনের (কালীগঞ্জ ও সদরের আংশিক) সলিমুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে দাড়িপাল্লা ও ধানের শীষ প্রতিকের ২এজেন্টের স্বাক্ষরিত ২৩টি রেজাল্ট শীট উদ্ধার করা হয়েছে।

বুধবার রাত ৮ টার দিকে কালীগঞ্জ পৌরসভার ৫ নং ভোট কেন্দ্র সলিমুন্নেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে।

এ কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী জেসমিন আরা।

উদ্ধারকৃত রেজাল্ট শিটে ওমর ফারুক দাড়িপাল্লা প্রতীকের পোলিং এজেন্ট হিসেবে স্বাক্ষর করেছেন বলে জানিয়েছে জামায়াতের নির্বাচনী পরিচালক মাওলানা ওলিউর রহমান। একই সঙ্গে জিল্লুর রহমান ধানের শীষ প্রতীকের পোলিং এজেন্ট ছিলেন বলেও তিনি নিশ্চিত করেছেন।

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সেলিম রেজা জানান, খবর পেয়ে কেন্দ্রে এসে পোলিং এজেন্ট স্বাক্ষরিত ২৩টি রেজাল্ট শীট জব্দ করা হয়েছে এবং সেগুলো ছিড়ে ফেলে নতুন রেজাল্ট শীট তৈরি করার জন্য বলা

হয়েছে। তিনি আরও জানান, দাড়িপাল্লা ও ধানের শীষ প্রতিকের ২ পোলিং এজেন্ট ২৩টি রেজাল্ট শীটে স্বাক্ষর করেছিল। এছাড়া প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব থাকা জেসমিন আরা’কে বদল করে নতুন প্রিজাইডিং হয়েছে ।

এ ঘটনার পর থেকে কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সেলিম রেজা, সহকারী রিটার্নিং অফিসার রিজওয়ানা নাহিদ।

মেহেরপুরের অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্ট প্রসেনজিৎ হালদার গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের ক্যাসিনো এজেন্ট প্রসেনজিৎ হালদারকে গ্রেপ্তার করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় কোমরপুর বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখার একটি দায়িত্বশীল সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

গ্রেপ্তার প্রসেনজিৎ হালদার কোমরপুর গ্রামের মধু হালদারের ছেলে।

ডিবি সূত্র জানায়, প্রসেনজিৎ হালদার সম্প্রতি মেহেরপুরে দায়ের হওয়া সাইবার সুরক্ষা আইনের একটি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।

পাশাপাশি ক্যাসিনো সংশ্লিষ্টতা ও অর্থ পাচারের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে ঢাকা সিআইডি মানি লন্ডারিং ইউনিট অনুসন্ধান চালাচ্ছে। এছাড়া ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে তার বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক মামলাও রয়েছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, ‘নতুন সাইবার সুরক্ষা আইনে

মেহেরপুর জেলায় দায়ের হওয়া প্রথম মামলার এজাহারভুক্ত আসামি হিসেবে প্রসেনজিৎ হালদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে চলমান অন্যান্য মামলাগুলোতেও গ্রেপ্তার দেখানোর জন্য আদালতে আবেদন করা হবে।

গ্রেপ্তারের সময় তার কাছ থেকে উদ্ধারকৃত আলামত সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এগুলো যাচাই-বাছাই একটি সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। যাচাই সম্পন্ন হলে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে প্রেস রিলিজের মাধ্যমে বিস্তারিত জানানো হবে।

উল্লেখ্য, এর আগেও অনলাইন জুয়া সাইট ও ক্যাসিনো এজেন্ট পরিচালনার অভিযোগে প্রসেনজিৎ হালদার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট দিপুসহ তিনজন গ্রেফতার

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট দেলোয়ার হোসেন দিপু ও সুমনসহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর ডিবি পুলিশ।

আজ সোমবার বিকালে মুজিবনগর থানাধীন মেহেরপুর-আটকবরগামী পাকা রাস্তার উপর অভিযান পরিচালনা করে তাদের তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তাদের হেফাজত হতে পাঁচটি মোবাইল ফোন, বিভিন্ন ব্যাংকের চারটি এটিএম কার্ড, দুটি পেনড্রাইভ ও একটি প্রাইভেটকার উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলো- মুজিবনগরের টঙ্গী গোপালপুরের বিল্লাল হোসেনের ছেলে দেলোয়ার হোসেন দিপু (৪০), সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের রেজাউল খন্দকারের ছেলে সুমন আলী (৩৮) ও গোপালপুর মাঝপাড়ার সিরাজুল ইসলামের ছেলে সাকিবুল ইসলাম (২৩)।

পুলিশ প্রেস রিলিজে জানায়, গ্রেফতারকৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা গ্রামের সহজ-সরল বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোকদের অধিক লাভের প্রলোভন দেখিয়ে অনলাইনে জুয়া খেলায় উদ্বুদ্ধ করার কথা স্বীকার

করেছে। তারা নিজেরাও দীর্ঘদিন ধরে অনলাইনে জুয়া খেলার প্লাটফর্ম পরিচালনা করে আসছে এবং জুয়া খেলায় আসক্ত।

পুলিশ আরও জানায়, গ্রেফতারকৃত মোঃ দেলোয়ার হোসেন দিপুর বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানায় একাধিক মামলা রয়েছে এবং মোঃ সুমন আলীর বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা বিচারাধীণ রয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর থানায় সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে মামলা দায়ের করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরের দুই শীর্ষ ক্যাসিনো এজেন্ট সাতক্ষীরায় গ্রেফতার

সাতক্ষীরার সদর থানা এলাকায় জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) ও সদর থানা পুলিশের যৌথ চেকপোস্ট অভিযানে অনলাইন জুয়া চক্রের অন্যতম শীর্ষ এজেন্ট মেহেরপুরের মুর্শিদ আলম লিপু ও মুছাইদ আলম ক্যামেলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসময় তাদের কাছ থেকে অনলাইন জুয়ার কাজে ব্যবহৃত ১৬টি মোবাইল ফোন ও ৩টি ল্যাপটপ জব্দ করা হয়।

এর আগে মেহেরপুরে দেশের অন্যতম শীর্ষ ক্যাসিনো এজেন্ট লিপু ও তার অস্ত্রের সন্ধানে যৌথবাহিনী লিপুর বাগান বাড়িতে চার দফা অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হয়।

প্রেস ব্রিফিং এর মাধ্যমে সাতক্ষীরা জেলা পুলিশ জানায়, শুক্রবার (১০ অক্টোবর রাত) সাড়ে ১১ টার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা গোয়েন্দা শাখা ও সদর থানা পুলিশের একটি যৌথ টিম খানপুর থেকে বাইপাসগামী খড়িবিলা মোড় এলাকায় অভিযান চালায়। সন্দেহভাজন একটি অটোরিকশা থামিয়ে তল্লাশি চালালে অনলাইন জুয়ার সঙ্গে জড়িত দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের

জিনারুল ইসলাম ও রাজিয়া সুলতানা দম্পতির ছেলে মুর্শিদ আলম লিপু এবং মেহেরপুর সদর উপজেলা খন্দকার পাড়ার মাসুদুল আলম ও লুবা ইয়াসমিন দম্পতির ছেলে মুছাঈদ আলম ওরফে ক্যামেল (৩০)।

জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করে যে, তারা দীর্ঘদিন ধরে অনলাইন জুয়া পরিচালনার সঙ্গে জড়িত। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে তারা অনলাইন জুয়া খেলায় উদ্বুদ্ধ করতো এবং জুয়ার প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করতো।

অভিযানে তাদের কাছ থেকে অনলাইন জুয়ার কাজে ব্যবহৃত ১৬টি মোবাইল ফোন ও ৩টি ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গ্রেপ্তারকৃত মুরশিদ আলম লিপুর নামে পূর্বে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ডিএমপি’র পল্টন থানায় ১৪ নভেম্বর ২০২১ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২৩(২)/২৪(২)/২৫(২)/৩০(২)/৩১(২)/৩৫(২) ধরাতে দায়েরকৃত এবং এফআইআর নং-৩৭/৫৭৩।

সাতক্ষীরার পুলিশ সুপার বলেন, ‘এই ঘটনায় নতুন একটি মামলার প্রক্রিয়া চলছে বলে দেশব্যাপী অনলাইন জুয়া ও ডিজিটাল প্রতারণা দমনে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

উল্লেখ্য, মেহেরপুর প্রতিদিনসহ কয়েকটি জাতীয় পত্রিকায় সারা দেশের প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। সে সময় মুর্শিদ আলম লিপু মেহেরপুর থেকে আত্মগোপনে চলে যায়। তবে বিভিন্ন সময়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে ঢাকা সিআইডি তাকে বিভিন্ন ব্যক্তির আইডি কার্ড ব্যবহার করে তোলা সিম কার্ড দিয়ে অন্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার প্রমাণ পেয়েছে। একই সাথে কখনো তার অবস্থান সাতক্ষীরা, কখনো মাগুড়া আবার কখনো বা ঢাকার বসুন্ধরায় তার অবস্থান সনাক্ত করেছে। তারপরও এতদিন মুরশিদ আলম লিপু ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে। মেহেরপুর তথা দেশের শীর্ষ যে ১৯ জন অনলাইন জুয়া এজেন্টের বিরুদ্ধে সিআইডির অর্গানাইজ ক্রাইম বিভাগ মানি লন্ডারিং এর অনুসন্ধান করছে তাদের মধ্যেও প্রথম স্থানে রয়েছে এই মুরশিদ আলম লিপু।

এছাড়াও, ২০২১ সালের ১৪ নভেম্বর মোবাইল ফোনে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট সিম ব্যবহার করে অনলাইনে জুয়ার কারবারের সঙ্গে জড়িত একটি চক্রের ৯ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। সে সময়েও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন মুরশিদ আলম লিপু। এরপরই প্রথমবার ক্যানসারের মতো ছড়িয়ে পড়া অনলাইন জুয়া

এবং অনলাইন জুয়ার এজেন্ট সম্পর্কিত তথ্য দেশবাসীর সামনে আসে।

দামুড়হুদায় অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্টসহ গ্রেফতার-২

দামুড়হুদায় অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত থাকার অপরাধে অনলাইন জুয়াসাইট 1xBet এর মাস্টার এজেন্ট শুভংকর কুমার দাস (২৩) ও তার সহযোগী হাফিজুল ইসলাম হ্যাপি (২৫) কে গ্রেফতার করেছে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল, চুয়াডাঙ্গা। এসময় তাদের নিকট থেকে অনলাইন জুয়ার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ব্রান্ডের দামী স্মার্ট ফোন ও সিম উদ্ধার করা হয়। তাদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত ফোনে অনলাইন জুয়া খেলা সংশ্লিষ্ট এপ্লিকেশন- 1xBet, Reddy, MelBet, MobCash, Teligram, Binance, bKash, SellFin, Nagad, Rocket লগইন অবস্থায় ছিল।

চুয়াডাঙ্গা জেলার সম্মানিত পুলিশ সুপার জনাব খন্দকার গোলাম মওলা, বিপিএম-সেবা এঁর দিকনির্দেশনায় সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল (CCIC) এর ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক সামসুদ্দোহার নেতৃত্বে উপ-পুলিশ পরিদর্শক সৌমিত্র সাহা, মুহিদ হাসান, সহকারি উপ-পুলিশ পরিদর্শক রজিবুল, রমেন, আরিফ সঙ্গীয় ফোর্সসহ গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে দামুড়হুদা থানাধীন জয়রামপুর দাসপাড়ায় অভিযান চালিয়ে অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্ট আসামী শুভংকর কুমার দাস ও মোঃ হাফিজুল ইসলাম হ্যাপি কে গ্রেফতার করেন।

এসময় তাদের হেফাজত থেকে অনলাইন জুয়ার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ব্রান্ডের স্মার্ট ফোন পর্যালোচনা করে দেখা যায় আসামী শুভংকর অনলাইন জুয়াসাইট 1xBet এর মাস্টার এজেন্ট। সে দামুড়হুদা থানাসহ আশপাশ এলাকার উঠতি বয়সী যুবকদের টার্গেট করে তাদের ফোনে জুয়ার বিভিন্ন ধরণের অ্যাপস্ ইন্সটল করে জুয়ার সাইটে রেজিষ্ট্রেশন করে দিয়ে অনলাইন জুয়া খেলায় প্রলুব্দ করতঃ কিপ্টো কারেন্সির মাধ্যমে টাকা ডিপোজিট, উইথড্রো করে জুয়া পরিচালনা করছে। যুবসমাজ অনলাইন জুয়া খেলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে বিভিন্ন অপরাধের সাথে

জড়িয়ে পড়ছে এবং ঋণ নিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার জনাব খন্দকার গোলাম মওলা বিপিএম-সেবা মহোদয় বলেন, বাংলাদেশে প্রচলিত 1xBet, MelBet সহ যতগুলো বেটিং সাইট রয়েছে তার বেশিরভাগই রাশিয়া থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট নম্বরে টাকা পাঠালে ব্যালেন্স যোগ হয়ে যায় এবং দেশের টাকা বাইরে চলে যায়। ব্যালেন্স যুক্ত হওয়ার পরে সাইটগুলোতে বিভিন্ন ধরনের জুয়া খেলার যে অপশন রয়েছে সেগুলো থেকে যেকোনো একটি পছন্দ অনুযায়ী অ্যাকাউন্ট হোল্ডার খেলতে পারে। বিভিন্ন দেশে স্থানীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য এজেন্ট নিয়োগ করা হয়।

জুয়ার এজেন্টরা অনলাইন জুয়া সংশ্লিষ্ট অ্যাপস পরিচালনা করতে পারে টেকনিক্যালি দক্ষ এমন লোক নিয়োগ দেয়। সরকার অনলাইন জুয়া প্রতিরোধে সাজাসহ মোটা অংকের আর্থিক জরিমানার বিধান রেখে সাইবার সুরক্ষা আইনটি অনুমোদন করেছেন। পরিশেষে, তিনি অনলাইন জুয়াসহ সকল অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সকলের সহযোগিতা ও অনলাইন জুয়ায় আকৃষ্ট যুবকদের ধ্বংসের দিক থেকে ফিরে এসে স্বাভাবিক জীবনযাপন করার অনুরোধ জানান।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় সাইবার সুরক্ষা আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রতিটি থানা এলাকায় অনলাইন জুয়া প্রতিরোধে জেলা পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।